শিশু

ঈদ সংখ্যা

২০২৩

শিশু

বৈশাখ ১৪৩০ | এপ্রিল ২০২৩

সম্পাদক
আনজীর লিটন

সম্পাদনা সহযোগী
কামাল হোসাইন

গ্রাফিক্স
শেখ গোলাম মোস্তফা

প্রচ্ছদ
মাহবুবুল হক

অলংকরণ
আজিজুর রহমান
সুমন রহমান
মনিরুজ্জামার পলাশ
রজত
বিপ্লব চক্রবর্তী
রাজীব রাজু
নাজমুল মাসুম
নিসা মাহ্জাবীন
নাহিদা নিশা

সম্পাদকীয়

আনন্দের উৎসব ঈদ। ঈদ মহামিলনের উৎসব। সব ভেদাভেদ ভুলে মিলেমিশে থাকার উৎসবই হচ্ছে ঈদ। এই আনন্দ উৎসবে শিশুসাহিত্যের বর্ণিল আয়োজন নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের ঈদ সংখ্যা।

আজকে যারা শিশু, তারাই আগামী দিনের রূপকার। এই প্রজন্মের হাতেই গড়ে উঠবে আগামীর বাংলাদেশ। আমরা স্বপ্ন দেখছি স্মার্ট বাংলাদেশের। এই স্বপ্ন নিয়ে শিশুরা বেড়ে উঠুক জ্ঞানে-বুদ্ধিতে, সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে। শিশুদের প্রতিভা বিকাশে পথ-প্রদর্শক হচ্ছেন অভিভাবকরা। তাঁদের মাধ্যমেই শিশুরা জানবে, দেশপ্রেমের কথা। জানবে কী করে দেশকে ভালোবাসতে হয়। কী করে বিশ্বকে জয় করতে হয়। শিশুদের চেনাতে হবে এদেশের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি। এই লক্ষ্য নিয়ে শিশুর মনোজগৎ রাঙিয়ে দিতে এবারের ঈদ সংখ্যার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে নানান বিষয়। এই সংখ্যাটি আনন্দের সঙ্গে সবাই পাঠ করুক, এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

ঈদ মোবারক।

যোগাযোগ
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
দোয়েল চত্বর সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ইমেইল : monthlyshishu@gmail.com
ওয়েব : www.shishuacademy.gov.bd

সূচিপত্র

সাক্ষাৎকার

তারায় তারায় খচিত

- সেলিনা হোসেন
- মুহম্মদ জাফর ইকবাল
- রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

পৃষ্ঠা-১০ পৃষ্ঠা-৪৮ পৃষ্ঠা-৮৮

বড়ো গল্প • পাতালপুরি

ইমদাদুল হক মিলন পৃষ্ঠা ৩৬

আরতি আর সন্ধ্যা ভেবেছিল শিউলি বুঝি ডুব দিয়ে অন্য কোনো দিকে চলে গেছে। ওদের সঙ্গে মজা করছে। এমন তো অনেকেই করে। শিউলিও আগে করেছে। ওরা দু'জন নদীর এদিক-ওদিক খুঁজল শিউলিকে। গলাজলে হেঁটে হেঁটে খুঁজল। সাঁতরে সাঁতরে খুঁজল। ডুব দিয়ে দিয়ে খুঁজল। না, নেই। কোথাও নেই শিউলি। কী হলো তারপর?

ঈদের কথা

যেভাবে এলো আমাদের ঈদ : শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী ৭
আমার ছোট্ট বেলার ঈদ : লাকী ইনাম ৩৪
ঈদের স্বরূপ সন্ধানে : খান মাহবুব ১২৫

গল্প-সায়েন্স ফিকশন

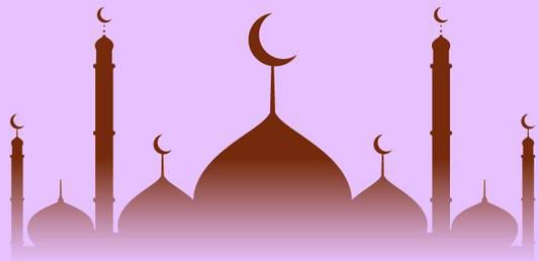

জয় বাংলার ঈদ : ফরিদুর রেজা সাগর ২০
ব্লুপ : ধ্রুব এষ ৪৬
ঈদ মোবারক : রফিকুর রশীদ ৭১
একইরকম মায়া : সুজন বড়ুয়া ৭৩
বসন্তকালের এক বিকেলে : আমীরুল ইসলাম ৭৮
ছেলেটি : মিজানুর রহমান কল্লোল ৮০
নতুন আপু : ইমতিয়ার শামীম ১০২
ফিকুলালের বানর : দীপু মাহমুদ ১০৮
ঘণ্টা খোলার বিপদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া ১১৭
পাখি হয়ে যাই : মাহবুব রেজা ১২১
সাদা কাক আর লাল পিঁপড়া : মনি হায়দার ১২৮
রোহানের ট্যাব : শাহ্‌নাজ মুন্নী ১৩২
ঈদ মোবারক : চঞ্চল শাহরিয়ার ১৩৮
গোয়েন্দা চালাকু : আহমেদ রিয়াজ ১৪৬
ঝাঁপ : শাহনেওয়াজ চৌধুরী ১৫৬
সিরুর মধুবাজ : মানজুর মুহাম্মদ ১৬৮
গ্যাং গ্যাং ব্যাঙগণ : আনিস রহমান ১৮১
টাট্টুঘোড়া : নাহার আহমেদ ১৯০
মা বাবা ভাই বোন : মাসুম মাহমুদ ১৯৮
চাউল পোকা কুটুস : ইমরুল ইউসুফ ২০৩
সাদা মেঘ : মার্জিয়া নীলিমা ২০৯
চল ভাই নাটক বানাই : পলাশ আহসান ২১৫
একজন অধ্যাপক : দিলরুবা নীলা ২২৭
দাদু, তারাজ ও কুকুরের গল্প : মামুন সারওয়ার ২৩১

ইতিহাস-ঐতিহ্য

চট্টগ্রামের জনপ্রিয় গান : রাশেদ রউফ ১৬৪
ঐতিহ্যবাহী বারোবাজার : কামাল হোসাইন ২১১

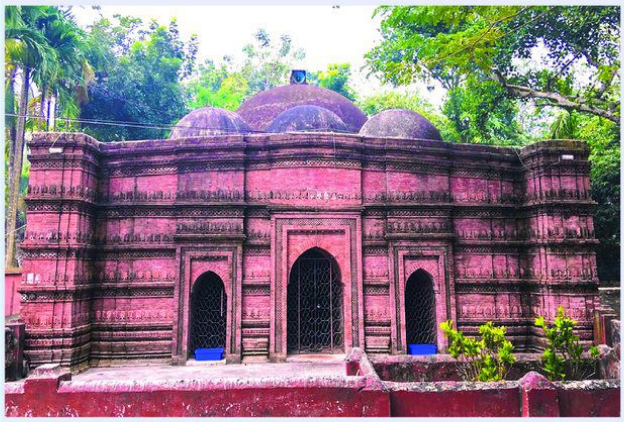

কার্টুন

আহসান হাবীব ১৩৭

আকাশে তো একটাই ঈদের চাঁদ ওঠে। কিন্তু সেদিন চাঁদ দেখতে গিয়ে দেখা গেল আকাশে অনেক চাঁদ। এত চাঁদ কোথা থেকে এলো? জানতে হলে যেতে হবে কার্টুন পৃষ্ঠায়।

অগ্নিনাগা কমিকস

মেহেদী হক ১৫৯

সাদী হক সারাজীবন দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন চাকরির সুবাদে। কখনো ফটোগ্রাফার, কখনো শিকারি, কখনো বাড়াটে সৈন্য। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ঝুলিতে নিয়ে এখন থিতু হয়েছেন ঢাকার মাহুতটুলীতে। আর সেখানে ঘটতে থাকে একের পর এক বিস্ময়কর ঘটনা।

মেলা

বাঙালির বৈশাখী মেলা
আবদুল আলীম তালুকদার ১৫২

বৈশাখী মেলা মূলত লোকজ মেলা। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলা নতুন বছরের শুরুতে বাংলাদেশের সর্বত্রই আয়োজন করা হয় বৈশাখী মেলার। নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে এ বৈশাখী মেলা। কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, সব প্রকার হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী এই মেলার মূল আকর্ষণ।

বিজ্ঞান-আবিষ্কার

মহাবিজ্ঞানী আর্কিমিডিস : হাসান হাফিজ ১১২
রাতের আকাশ কালো কেন : আবুল বাসার ১৪০
আকাশভরা তারা : রহীম শাহ ১৭৪
দিয়াশলাই এবং জন ওয়াকার : সাকিল হক ২০৬

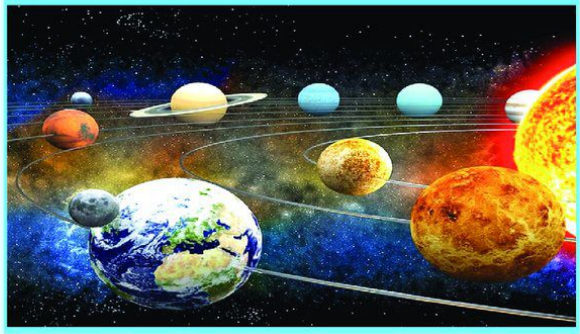

ভ্রমণ

মরুর দেশে জাহাজের খোঁজে : আশিক মুস্তাফা ২২১

প্রকৃতি

কোন জেলায় বিখ্যাত কোন ফুল : মোকারম হোসেন ১৮৬
ডাহুক ছানা : শরীফ খান ২০১

আমার কথা

সাদাত রহমান ৬৭

নড়াইলের নবম শ্রেণির ছাত্র সাদাত রহমান। সাইবার বুলিঙের শিকার কিশোরীদের রক্ষা করতে তৈরি করে 'সাইবার টিনস' নামে অ্যাপস। এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জুটে যায় শিশুদের নোবেলখ্যাত আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার।

স্কুলস্মৃতি

স্বীকৃতি প্রসাদ বড়ুয়া ১৯২

পাড়ার সকল ছেলেমেয়ে মিলে স্কুলে যেতাম গাঁয়ের পথ ধরে। পায়ে কারো কারো জুতো-স্যান্ডেল থাকলেও বেশিরভাগ স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী খালি পায়েই স্কুলে যেত সেসময়। তোমরা এখন কী সুন্দর সুন্দর ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাও। আমাদের সময় ব্যাগের চলই ছিল না। আমরা বইগুলোকে বুকে চেপে ধরে স্কুলে যেতাম। তোমরা কি স্লেটে লিখেছ কখনো? স্কুল নিয়ে এমনই মনকাড়া স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে তখনকার দিনের স্কুলের ছবি।

ছড়া-কবিতা

আখতার হুসেন ২৫ অসীম সাহা ২৫
ফারুক মাহমুদ ২৫ বিমল গুহ ২৬ নাছিমা বেগম ২৬
মাহমুদ কামাল ২৬ লুৎফর রহমান রিটন ২৭
খালেক বিন জয়েনউদদীন ২৮ ফারুক নওয়াজ ২৮
সাকিল আহমেদ ২৮ আসলাম সানী ২৯
ওমর কায়সার ২৯ সৈয়দ আল ফারুক ২৯
ফারুক হোসেন ৩০ সেলিম মাহমুদ ৩০
আনজীর লিটন ৩১ রেজাউদ্দিন স্টালিন ৩১
সারওয়ার-উল-ইসলাম ৩২
আ.ফ.ম. মোদাচ্ছের আলী ৩২ সোহেল মল্লিক ৩২
রোমেন রায়হান ৩৩ জাকির আবু জাফর ৩৩
ওয়াসিফ-এ-খোদা ৩৩ আতাউল করিম ৫৯
আহসানুল হক ৫৯ মুজিব ইরম ৫৯
সজল আশফাক ৬০ ইকবাল বাবুল ৬০
তৌহিদ আহমেদ ৬১ স.ম. শামসুল আলম ৬১
ইকবাল আজিজ ৬২ মাহবুবা ফারুক ৬২
তুষার কর ৬৩ অদ্বৈত মারুত ৬৩
মঈনুল হক চৌধুরী ৬৩ দন্ত্যস রওশন ৬৪
সিকদার নাজমুল হক ৬৫ আহমেদ সাব্বির ৬৫
টোকন ঠাকুর ৬৪ ইমরান পরশ ৬৬
রিবন রায়হান ৬৬ কাদের বাবু ৬৬
মুকুল শাহরিয়ার ৮৫ রাজীব কিষাণ ৮৫
নূরুল হালিম ৮৫ সোহেল আমিন বাবু ৮৬
আবুল কালাম বেলাল ৮৬ গোলাম নবী পান্না ৮৬
মিতুল সাইফ ৮৭ শারমিন সুলতানা রীনা ৮৭
স্বপনকুমার রায় ৮৭ জসীম মেহবুব ৯৭
মুহাম্মদ ইসমাঈল ৯৭ তারিকুল ইসলাম সুমন ৯৭
মোরশেদ কমল ৯৮ জিয়া হক ৯৮
শাহাদাৎ শাহেদ ৯৮ হাসনাত আমজাদ ৯৯
সরদার আবুল হাসান ৯৯ শাহরিয়ার শাহাদাত ১০০
আবুল হোসেন আজাদ ১০০
জেলহক হোসাইন ১০০ নীহার মোশারফ ১০০
ওমর ফারুক নাজমুল ১০১ ইদ্রিস মণ্ডল ১০১
মোশতাক আহমেদ ১০১

ছোটোদের আঁকা ছোটোদের লেখা

রাবেয়া ইসলাম ২ কাব্য চন্দ্র শীল ২৩৩
নাজিফা ইবনাত ২৩৪ জুনায়েদ লাবিব আল ওয়াসী ২৩৪
সাফওয়ান-উজ-জামান মন ২৩৫ দিব্যজ্যোতি রায় ২৩৬
আলভী নুর সিয়াম ২৩৬ মেহনাজ ফেরদৌস ২৩৭
নুসাইবা তাসফিয়া ২৩৭ মিশরাত জাহান পাথার ২৩৮
মোহাম্মদ আকিফ মনসুরী ২৩৮ যাহরা তাসনুমা তন্বী ২৩৮
মুজাহিদুল ইসলাম ২৩৯ রণবীর আখতার শাওন ২৩৯
রুদ্র শেখর সরকার ২৩৯ লাবিবা জামান লিবা ২৪০
সিফাত মোহাম্মদ ফাত্তাহ ২৪০